মানুষ যখন একই সঙ্গে আবাসন এবং সমাজসেবন, নিজের ব্যক্তিগত এবং নিজের বাসতি-পরিবেশ একই সঙ্গে যখন মানুষকে উদ্দেশ্য করে, তখন আসে উপন্যাসের কাল।

শ্রুতিকৃষ্ণীর উপন্যাসগুলির সাধারণ পরিচয় ও
বিষয়ভিত্তিক বর্ণনা

Women have served all the centuries as looking glasses possessing the magic and delicious power of reflecting the figure of man at twice its natural size. Without that power probably the earth would still be swamp and Jungle. The glories of all our wars would be unknown.
Although brought up strictly on zenana lines, educated behind the Purdah and married at a very youthful age, Mrs. Ghosal was encouraged both by her father and her husband to develop her unusual powers of mind and character ... From her father Mrs. Ghosal inherits her passionate love and admiration for her native land, her ardent desire to rouse it from its lethargy, to inspire it to progress, and to help it cast off the yoke of its debasing traditions.
প্রকৃতপক্ষে দেবীর নামই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য।

সমরেশ মজুমদারের 'স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসে নারীভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন যে—

ঔপন্যাসিক বক্ষিমচন্দ্রের আধিকাংশিক পরিবারের সর্বনিম্নের সর্বাধিক রেখেই স্বর্ণকুমারী দেবী
উপন্যাস রচনায় অংশ নেয়া হয়েছিল। সেটি সাধারণ এবং সত্যবিদ্যালয়ে অভিজ্ঞতাবাদী।

তার পূর্বে মহিলা লেখিকারা উপন্যাস রচনায় প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু তাদের জীবনবোধ,
মনোরঞ্জন দৃষ্টি, চরিত্রমূলক অন্তর পর্যবেক্ষণ, সমাজ ও সমাজের পরিধি
নিরপেক্ষ তাত্ত্বিক উপলক্ষিত প্রবণতা একজন রচনাকারের ঔপন্যাসিক সিদ্ধির
দিক দিয়ে নিয়ে ছেড়ে ছেড়ে সক্ষম সেই পুরোপুরোপি সম্পূর্ণ স্বর্ণকুমারীর মধ্যে দৃশ্য।

ইতিহাসবিদ এবং সামাজিক এই দুই ধরনের উপন্যাস রচনা করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। বিষয়ভিত্তিকভাবে
উপন্যাসগুলিকে এভাবে সাজানো যায়।

<table>
<thead>
<tr>
<th>1. ইতিহাসভাবী উপন্যাস</th>
<th>2. সামাজিক উপন্যাস</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>দীপ-নির্বাণ</td>
<td>১৮৭৬</td>
</tr>
<tr>
<td>মির্বানজ</td>
<td>১৮৮৭</td>
</tr>
<tr>
<td>হুগলীর ইমামবাজী</td>
<td>১৮৮৯</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বাহ</td>
<td>১৮৯০</td>
</tr>
<tr>
<td>ফুলের মালা</td>
<td>১৮৯৫</td>
</tr>
<tr>
<td>মিলনরাজ্য</td>
<td>১৯২৫</td>
</tr>
</tbody>
</table>

বক্ষিমচন্দ্রের খোঁচ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একজন ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। বক্ষিমচন্দ্র এবং রমেশচন্দ্রের
মতে ঔপন্যাসিকদের দুরন্ত প্রভাবের মধ্যে তিনি তাদের সাতায় অনেক রেখেছিলেন। তাদের এগুলোটি
উপন্যাস রচনা করেছিলেন স্বর্ণকুমারী। বক্ষিমচন্দ্র থেকে বীরীন্দ্রমূলক পর্যন্ত তাদের ধারা বজায় ছিল। বাংলা সাহিত্যে
স্বর্ণকুমারী দেবীই প্রথম তারি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে 'কাহাকে?' উপন্যাস রচনার পর
স্বর্ণকুমারী দীর্ঘদিন উপন্যাস রচনা করেননি। বীরীন্দ্রমূলক এসে তিনি রচনা করেছিলেন তার শেষ উপন্যাসসহ তার 'বিধিতা' (১৯২০), 'স্বপ্নকাপী' (১৯২১) এবং ‘মিলনরাজ্য’ (১৯২৫)।

যেহেতু বাংলার বেশিরভাগ পাপার এই একই রাজনৈতিক বোধ থেকে নিজের মতো একটি
উপন্যাস লিখতে চাইছিল। নিজের মতোই লিখিলেন। তার ভোজনকে বক্ষিম থেকে
গলেন, আবার বীরীন্দ্রমূলক এলেন। যদি বীরীন্দ্রমূলকেও তিনি পূর্বযুগের আদেশই
থাকতেন তবে মুখ্যত্বে এসে যাবার ঐতিহাসিক তাত্ত্বিক তাত্ত্বিক মধ্যে পাওয়া
ছেড়ে দেয় না।
The annals and Antiquities of Rajasthan or the central & western Rajpoot states of India"—ST, Lient. col. James Tod. J.H cauterji Romance of History-India.

The annals and Antiquities of Rajasthan or the central & western Rajpoot states of India"—ST, Lient. col. James Tod. J.H cauterji Romance of History-India.

The annals and Antiquities of Rajasthan or the central & western Rajpoot states of India"—ST, Lient. col. James Tod. J.H cauterji Romance of History-India.

The annals and Antiquities of Rajasthan or the central & western Rajpoot states of India"—ST, Lient. col. James Tod. J.H cauterji Romance of History-India.

The annals and Antiquities of Rajasthan or the central & western Rajpoot states of India"—ST, Lient. col. James Tod. J.H cauterji Romance of History-India.

The annals and Antiquities of Rajasthan or the central & western Rajpoot states of India"—ST, Lient. col. James Tod. J.H cauterji Romance of History-India.

The annals and Antiquities of Rajasthan or the central & western Rajpoot states of India"—ST, Lient. col. James Tod. J.H cauterji Romance of History-India.
We have no hesitation in pronouncing this book to be by far the best that has yet been written by a Bengali lady, and we should no more hesitate to call it one of the ablest in the whole literature of Bengal.

ताहाइ आমাদের পরিবারের সকলের মধ্যে একটি স্বদেশীর ভিক্তী রচিত বই লেখা হয়, এই প্রথম হয়। মেজদাদার
সেই সময় নস্লতে জাতীয়সূত্রের মুল সন্তান রচনা করিয়াছিলেন।
এই মেলায় শেষের লাগ্নার গীত, দেশনান্তরের কবিতা পাঠিয়া, দেশী শিক্ষা ব্যাপার
প্রভৃতি প্রশিক্ষন ও দেশী গীতিকে পূর্বক আকৃতি হইত।

দীপ-নিবন্ধন উৎপাদনের আবর্জ-অবনতির কোনো বোধের উৎস এই হইতে সম্ভবতঃ। উপন্যাসটি যখন
তিনি রচনা করেন তখন তার বয়স মাত্র কুছ বছর। এই অঙ্গ করলে স্বর্ণকুমারী গাথা এবং সমালোচকদের
প্রশংসা অর্জন করে নিয়েছিলেন। সাধারণী পত্রিকা শিখেছিল—

dep-nibodhan namo ekhanno abhinob nabhob amar shomalokchon rohanu pahijai.

গুনিয়াছি এখানে কেন সমালোচনার মহিলা লেখা। আমাদের কথা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের
একজন পাঠাশালা, একজন রচনা, একজন সহজলভ একজন লেখার ভঙ্গী বঙ্গভাষা
বলিয়া নয় অপর স্বাতন্ত্র দেশের অন্য দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্যালকটা রিভিউ পত্রিকা উপন্যাসটির প্রশংসা করে বলেছিল—

We have no hesitation in pronouncing this book to be by far the best that has yet been written by a Bengali lady, and we should no more hesitate to call it one of the ablest in the whole literature of Bengal.

স্বর্ণকুমারী দেবী এই উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছিলেন তার প্রিয় মেজদাদার সতোত্তরানাথ ঠাকুরকে। উনিশ
শতক যে সময় নারীর অগ্রল্ভমৃত্যু তখনও সম্পূর্ণ নয়, দেশের অধিকার নারীর কাছে শিক্ষার লেখার পূর্বাভ্যাস সেই সময় একজন নারী আরো ঈশ্বর উপন্যাস লেখে ফেলতে পারে একমাত্র যাইত সতোত্তরানাথের মনেও
জাগেনি। তাছাড়া প্রথমেই সেখানে নাম না তখন সূত্র বিলেতে বসে সতোত্তরানাথ ভেবেছিলেন উপন্যাসটি
অনুজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন—

জ্যোতির জ্যোতি কি প্রচণ্ড থাকিয়ে পারে? 

মধ্যবুদ্ধিকল্প সমাজব্যবস্থার অসুস্থতা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন মূলাবধো উদ্ভূত হতে চেয়েছিল উনিশ
Annals and Antiquities of Rajasthan

The Annals and Antiquities of Rajasthan is a book that brings together the annals and antiquities of Rajasthan from various sources. It is a comprehensive work that provides insights into the history and culture of Rajasthan. The book covers a wide range of topics, including the history of the region, its rulers, and its cultural traditions.

The book is divided into several sections, each of which covers a different aspect of Rajasthan's history. The sections include information on the region's geography, its natural resources, and its human population. The book also includes information on the region's art, architecture, and literature.

The Annals and Antiquities of Rajasthan is a valuable resource for anyone interested in the history and culture of Rajasthan. It is a comprehensive work that provides a wealth of information on the region's past.

The book is available in both printed and digital formats. It is a must-read for anyone interested in the history and culture of Rajasthan.
‘সীমা-নির্বাচন’ উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হল স্বদেশ প্রেম। এই স্বদেশপ্রেমী সঙ্গতি সজ্জাহ হয়েছে উনিবিংশ শতাব্দীর নবজাগত জাতীয়তাবাদের এবং স্বাধীনতার সূচির মুখ্য থেকে। নবজাগত এবং রঙ্গচিত্রের রমণীর পদ্ধাতিতে এই জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য তার সমাজসচ্ছেদন শিল্পীদের হয়েছে। কৃতি পাথার স্যাতে প্রথম উপন্যাসে নির্মাণ তৌঁধোর দিকে দেখতে, তার পরিবারের অভ্যস্ত পিতা এবং জাতীয়তাবাদের কাছ থেকে সমাজময় যুগ প্রভাবে স্বদেশের প্রতি যে ভাববাদা অজ্ঞিন করেছিলেন নারী জাহাজের প্রতিকূলরূপে এই স্বদেশপ্রেম এক সচেতন মনের পরিচায়ক। উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলোর মাধ্যমে এই স্বদেশ চতন্ত্র প্রকাশ হয়েছে। উপন্যাসের সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ প্রভাবী চরিত্রগুলির উদাহরণ হিসেবে বলছেন—

সম্পূর্ণ স্বদেশ রক্ষার জন্য যাছে আমি তাতে বাধা দেব না। ঈশ্বর করন, আবার তার মত কৃত্তিকার হয়ে ফিরে এসে।

আবার, অষ্টম পরিচ্ছেদে রাজকন্যা উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদের কল্পনা—

... আমি যদিও পূরুষ নই তথাপি তোমার অপেক্ষা সাহসী। আমি নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর, কিন্তু বীর মনে করিব। যদি কেহ আসিয়া বলে, ‘তোমার মৃত্যু ইহলে দেশ রক্ষা হয়, দেখি আমি তোমার মরিতে পারি নি।’ তাহে তাহাতে তোমার মত আমি স্বদেশ অপেক্ষা প্রাণের অধিক মূল্যবান মনে করি না।

পৃথিবীর মহিলার মধ্যে উনিবিংশ শতকের নারীজাহাজের ছায়া লক্ষিত হয়।

সেই পটভূমি পরিহিতা রাত চন্দ্র চিত্তির, নিবিড় স্নিগ্ধ কুলজল শোভিত, অভিমান-গন্ধীর, কোথায় কোথায় বীর বীরতে উনিবানী নয় সমরক্ষণ প্রাণিমূর্তি গমন করিয়েন।

উনিশ শতকের নারী আদেশের সফলতায় ‘ভাঙ্গলপুর মহিলা সমিতি’ (১৮৬৩) বাংলা বোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা, বামাদেবী পত্রিকার (১৮৬৪) প্রথম এবং ‘বাঙালিকা সমাজ’ স্থাপন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে নারী জাহাজের মুখ্য হয়েছিল, পরবর্তী কালে এই সচেতনতাবাদী মেয়েদের জাহাজেরা আদেশের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

নারীজাহাজের শুধু মেয়ের পূর্বে দেশমানুষকে সৃষ্টিযুক্ত প্রয়োজন, নারী সমাজের বাসব সম্বন্ধিতে সৃষ্টিমুক্তি গমন করিয়েছিল। উনিশতাব্দের নারীর চেয়ে যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন পৃথিবীর মহিলার মধ্যে।

উনিশ শতকের সঙ্গে ইতিহাসের যে কাহিীন অবলম্বনে উপন্যাসে রচিত হয়েছে সেখানে রাজপরিবার এবং অভিধান সমাজভূমির কাহিীন দেখে যায়। স্বর্ণকুমারী বীরী এক পথ ধরে আসে হলেও তার উপন্যাসে আদিবাসী সমাজের কাছে অচ্ছে। উদাহরণের মানুষদের মত আদিবাসীদের জীবনে যে চেয়ে, প্রথম, প্রথম প্রতিহিংসা আছে তার চিত্তে দেখতে পাওয়া যায়— ‘মিবাররাজ’ (১৮৭৯) এবং ‘বিব্রাহ’ (১৮৯০) উপন্যাসে।

মিবাররাজের উয়েকোঘা শৈশবঠি হল, এই প্রাচীন তীর্থভূমির জীবন বর্ণনায় করিয়ে দেওয়া রূপের সম্পর্ক
মাণ্ডলী তিনি মিবাররাজ ও বিব্রাহ নামক দুইটি উপন্যাস রচনা করেন। মিবাররাজ

৭৮
বিদ্রোহের গৌরচেতনাসম্প্রদায়। এই উপন্যাসে আরণ্যক মনোরম সরলতা ও আতিথিয়তা এবং মন্দিরের জীবনযাপন প্রণয়িনী দিকে অধিকতর মনোক্ষেপ হয়েছিলেন লেখিকা। ভূমিজীবনের সাহস ও মৃদুল্যাত্মকতাকে অবলম্বন করে উপন্যাসের আরম্ভ। তাদের খুঁতুউৎসর্গ ও বিরহের সামগ্রিক উৎসর্গের জীবন বর্ণনা লেখিকার অপরূপ সৃষ্টিহীনতার সম্পর্কে বক্তব্য হয়নি। রমেশচন্দ্রের রুচিপূর্ণ জীবন সম্বন্ধে তীব্র-রুচিপূর্ণ সম্পর্ক গৃহীত হয়েছে, কিন্তু সেখানে রুচিপূর্ণ জীবনচরিত্রে অসাধারণত মণ্ডিত হয়নি বা বিশেষ মর্যাদা লাভ করেনি। ফলত রমেশচন্দ্র যে অপ্রাসাদিক বিংশ গৌর্য্য ব্যাপার সর্বোচ্চরিতে তাই সাধারণ প্রাধান্য লাভ করেছে। মিবারঢারের প্রথম ছায়া পরিচ্ছেদ ভূলজীবনের কথা একমাত্র পরিবেশিত, কেবল দশম পরিচ্ছেদের কহিনীতে যেমন তীব্র-রুচিপূর্ণ-সম্পর্কের প্রভাব অদৃষ্ট কেশবনী সমগ্র উপন্যাসে ভূল জীবনের বিষয় লেখা হয়ে দেখা দিয়েছে।

‘দীপ-নির্বাক’ ছিল রুচিপূর্ণ জীবনের প্রতিবেশী ইতিহাস আর ‘মিবারঢার’-এ দীপি রুচিপূর্ণ জীবনের অনুভূতির কাহিনি। ‘মিবারঢার’ উপন্যাসটি সর্বক্ষেত্রে উৎসর্গ করেছিলেন আতিথিয়তা সত্যজিৎ ঠাকুরের কন্যা ইদ্বিরা দেবীকে। ভারতী ও বালক পত্রিকায় (নাম-সোন ১২৯৩) উপপাদিত ‘কলাম-প্রতিস্থাপক উপন্যাস’ নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৮৭ সালে প্রথমাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় পুরোহিত নামটি পরিবর্তন করে ‘মিবারঢার’ নামকরণ করা হয়।

মিবারঢারে বলা যেতে পারে একটি ছোট উপন্যাস। লেখিকার গতি বলতে দুই ভাষা উপন্যাসটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। উপন্যাসের প্রারম্ভিকের কেবল এমনভাবে সাজিয়েছেন যাতে আরামে সংক্ষিপ্ততা একের গতি কোনও ব্যাহত হয়নি।

ঝাংঝাতেন এ উপন্যাসের কাহিনীবৃত্ত আবর্তিত হয়েছে ভিলরা মনালিক অর তার ছেলে তালগোছের সঙ্গে রূপপূর্ণ তালগোছের সম্পর্কের ঠানাপোড়নকে কেন্দ্র করে। মনালিক হতায় কলকাতায় মাধ্যমে কিছু দলপতি হয়েছিলেন ও আর কলকাতা তাঁদেরই সহায়তায় হয়েছিলেন মিবারঢার। কাহিনীগত জটিলতা বা বিতৃতি না থাকলেও পুরুষ ও নিপুণীর মতে ভালোবাসার সঙ্গে মনালিকের বিশ্বজগত, বা মনালিকপূর্ণ তালগোছের ইতিবাচিত ভালোবাসার বিশ্বাসের মনালিকের নিপৃথিততায় কথাশিল্প রচনায় শক্তির পরিপাক দিয়েছে মনালিক।

কুক্তি ও তার ‘ভালো উপন্যাসের ইতিহাস’ বইটিতে বলেছেন—

সর্বক্ষেত্রে একটি সুনিশ্চিত সমসাময়িক নীতির পথে জাতীয় জীবনের প্রতিক্রিয়া রূপে দেখতে চেয়েছেন। বক্ষের আদরে তিনি হস্যরসের ওঠা নামার সঙ্গে ঘোষনে মিলিয়ে পিয়ারিয়ড রীতির গতি গড়েছেন।

কাহিনীর ভিত্তি টেলের রাজারায়ণ কাহিনি থেকে গৃহীত হলেও ঘনায়নিবন্ধে লেখিকার স্ফীততাতের পরিচয়
পাওয়া যায়। উপন্যাসটিতে বাঙ্গালী এবং সঠিক সংজ্ঞায় যে দৃষ্টান্ত রয়েছে তা আমাদের তালিকাতে অনুচ্ছেদিত উল্লেখ হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসটিতে প্রেম এবং রোমাঞ্চের কোন কাহিনি না থাকলেও কলমার্কের মাত্রবোধ এবং সত্যবাদীর ভ্রম এর মাধ্যমে বৈশ্বিক নারীদের সম্পর্কে সুসংজ্ঞায় হয়ে উঠেছে।

নরনারীর পারস্পরিক অর্থনীতি-বিকাশকে বর্জিত হওয়া বর্তমান উপন্যাসটি মূখপাঠ হয়ে উঠেছে। লেখিকার অন্যান্য ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসের প্রবন্ধ প্রাথমিক লিখে কলম বলা যে আলোচনা প্রেম তার বিশ্বাস নেই। তবে মানববিদ্যার সৃষ্টিতৃত্ব অনুমোদিত নাম লাভ করেছে। জীবনযাপন ও রাজনৈতিক ঋণ নির্ভর সমাজ ও সত্যবাদীর করুণাপ্রাপ্তির পাশাপাশি জীবনপথ 'ভালবাসার' ঈশ্বরবিশ্বে প্রবৃদ্ধি হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে ঘটনার সত্যিকারে আছে যে প্রেমের উপসাগর পর্যন্ত পাঠকের আগ্রহ সুখুপালনের আলোকায় জীবনস্রষ্টা হয়ে চলছে।

স্বর্ণকুমারী দীর্ঘ যুক্তিগত জীবনেও জীবনের মধ্যে ভালবাসার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। জীবনের সমাজ পুষ্ট এবং অনুভূতির দিকে সাধারণ থাকে এবং জীবনের মাধ্যমে ঐতিহাসিক জীবনের দিকে চিত্র পঞ্জিকায় তাদের মোকাবেলায় তাদের শাস্ত্রীয় ধর্ম সম্পর্কে পরিষেবা দিতে পারে যায়। তারা রচিত ছয়মূলক (১৮৭১) মিবাররাজ (১৮৬৩) এবং হগলীর ইমামবাজী (১৮৬০) প্রকৃতি উপন্যাসের মধ্যে সেই অনুশীলন হয়েছে যে প্রেমের নিষেধ পূর্ব সময়ে পাওয়া যায়।

প্রথম উপন্যাস রচিত হয় ইতিহাসবিদ্যার ব্যাপারে স্বর্ণকুমারী কৃষ্ণ মোহন ছিলেন। সীমানা প্রথম উপন্যাস 'মিবাররাজ' এবং 'হগলীর ইমামবাজী' দুইটি উপন্যাসের ভূমিকায় দেখায় ঐতিহাসিক দিকে বিশ্বাস করেছেন। ওয়াস্টার্ন স্টেটের উপন্যাসের আকৃতি ও প্রকৃতি বিশ্বাসে স্বর্ণকুমারীর রচনায় লক্ষিত হয়। তার সব এবং সত্যিকারের মত মিবাররাজ উপন্যাসের 'পরিবর্তন': তিনি কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের বিচার বিশ্বাস করেছেন, যা উপন্যাসের একটি নতুন দান করেছে।

...এই পরিবর্তনের মাধ্যমে লেখিকার প্রচীন ভারতীয় জীবনপ্রতি ও ভারতীয়নীতিতে সুস্পষ্ট। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের তালিকায় বাংলা দেশের বৃহত্তর সামাজিক-মানসে লক্ষিত হয়; স্বর্ণকুমারীর ভাবনা এই ভাবে বিশ্বাসের প্রভাবের পুষ্টি হয়েছিল যে উপন্যাসের কথা যেন হোক।

'মিবাররাজ' এবং 'হগলীর ইমামবাজী' উপন্যাসের মাধ্যমে স্বর্ণকুমারী লেখেন 'ছাগলীর ইমামবাজী'। 'ছাগলীর ইমামবাজী' এবং 'ফুলরাম মালা' উপন্যাস দুইটির প্রকাশ বাংলার অত্যন্ত জীর্ণ ও সমাজ। 'ছাগলীর ইমামবাজী' প্রাক্তন হোসেনকান্না তার হোসেনের পরিকাও ১২২১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংক্রান্ত থেকে ১২২৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংক্রান্ত মধ্যে গ্রন্থাবলিতে প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসটি প্রথমাকারে প্রকাশিত হয় ৮ জানুয়ারী ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে। এই সময়টিতে উপন্যাস,
কাৰ্যা, প্রবক্ষ ইত্যাদিতে রচনার মধ্য দিয়ে স্বর্ণকুমারীর শক্তিয়াৰ প্রতিভা বিচিত্রমূলে অহোপকাশ করেছিল। সে সময় ঐতিহাসিক উপন্যাসে মুসলমান নবাব বাদশাহের বিচিত্র হিন্দুরাজার প্রতিভারের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদের যে চিত্র অপিত হত তার বাইরে গিয়ে এমন একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করলেন যেখানে একজন মুসলমান মনীষীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানবতার জরিপে যোগাযোগ ও অন্য হল।

উপন্যাসটিতে ঐক্যের মধ্যে নাযা মহামহান্দির ইম্রেজি বক্ষুতা অবলম্বনে প্রমথনাথ মিত্রের ‘মহামহান্দিরের বাংলা জীবনচরিত্র’ থেকে লেখিকা উপন্যাসের অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। মহামহান্দির উপন্যাসে যিনি মস্তিন নামে পরিচিত তিনি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। উপন্যাসটির রচনার পূর্বে স্বর্ণকুমারী দেবী রাজনারায়ণের কথা চিত্রিত লিখে জানতে চেয়েছিলেন—

মহামহান্দিরের বিবরণ আমারি কি কিছু জানলে,— অনুশোচে করিয়া আমারি মন্ত্র কেন জানলে—

প্রমথনাথ মিত্রের ‘মহামহান্দিরের বাংলা জীবনচরিত্র’ থেকে সাহায্য নিলেও লেখিকা পূর্বপুরু প্রমথনাথের মিত্রের অনুসরণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক তথ্যগুলিতে সঙ্গে প্রস্তুত কিবদেশী এবং কমান্ডের অংশগ্রহণ নিয়েছিলেন।

কোনো কোনো গল্পের ঐতিহাসিক উপন্যাসের হিসেবে মানতে রাজি হননি। পশ্চাত শাস্ত্র বলেছেন—

যে প্রক্ষ অবলম্বনে অলোচা উপন্যাসটি রচিত তা কৃতীন ঐতিহাসিক প্রক্ষ নিঃসৃত হয় না, কিন্তু তার উপাদানগুলিকে নিয়ে অনন্তর ঐতিহাসিক বলে অপ্রাপ্ত করা যায় না।

কারণ জনশ্রুতি কিবদেশী ব্যাখ্যাত মহামহান্দিরের সম্পূর্ণ জীবনচরিত্র আজ রচনা করা অসম্ভব। তাই উপন্যাসের রচনায় তার কৃতীন বাবু মহামহান্দির মিত্র, এমএ, বিএল মহাচরিত্রের আশ্চর্য করে যে লিখেছেন তার প্রস্তুতির শেখায় পাওয়া যায়। তিনি এই ব্যাপারে পরিবর্তিত দলিলপত্তন ও অর্থ নিয়েছিলেন।

পশ্চাত শাস্ত্র বলেছেন—

হগলীর ঐতিহাসিক মধ্যে পার্থিক জীবন বড় হয়ে উঠেছে যার প্রভাব সুন্দরপ্রসারী নয়। এবং এর মধ্যে সুন্দরপ্রসারী কোনো রাজবংশীর চিত্র অথবা বিনতি কোনো রাজবংশীর উধানপতন বা যুদ্ধ সংঘাতের কথায় চিত্রিত হয়নি, কিন্তু রাজনীতির রাজাজং কিংবা প্রাক্তায় ইতিহাসেকেই অবমানিত হয় তার যায়। হগলীর ঐতিহাসিকে স্কেলার ভাষার তীর্থাতিক জনগণের চিত্র প্রকৃতিতে তাকে অনন্তর ঐতিহাসিক বলা যায় না। বিশেষত মুসলমান শাসনের অন্তর্গতে হগলীর উধান ও নসরীরুপে তথা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও রা ভাগ্নের দিনের গোরবায় অধ্যায়ে তর্কমানুন্যাসে অবলম্বিত।

৫১
উপন্যাসটির মুখ্য চরিত্র মহম্মদ মসীহ, যিনি মসীহী নেন মুহাম্মদ করায় জীবন মূল্য পেয়েছে উপন্যাসটিতে।

মুসলমান সমাজে বহির্বাণ্ডার শাসনসমত হলেও উপন্যাসে মুহাম্মদ চরিত্রটির মধ্যে হিন্দু নারীর আবেদন ফুটে উঠেছে।

পিরোজপুরের নারী পরিবার প্রাণের মত পথ গায়। নারী পরিবারের জীবনে নারীদের গভীর বেদনাকে লেখিকা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন।

এই হতভাগিনী রমণী জীবনের বিচিত্র জীবন শোধন পথে ধরে অপরাধ হয়েছে; তার

অসাহায্য ও সংশয়পরিণত তাকে সৃষ্টিযুক্ত করে তুলেছে। পন্থাপূর্বক ও

উৎসাহিত মুহাম্মদ সহিষ্ণুতা ও সূর্যজীবন তার সন্দেহ পাঠকের শান্তি আর্কভাবন করে।

এছাড়াও সংগঠন নারীদের মধ্যে সম্পর্ক কাহিনীটির মধ্যে উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত স্বর্ণকুমারীর নিজের জীবনের

প্রাণোদিত সম্পর্কের ছবিটি যেন উপন্যাসটিতে প্রভাবিত করেছে।

'মহাবর্ষ' এবং 'বিদ্রোহ' এই দুটি উপন্যাসের মধ্যে সময়ের ব্যবধান দুই বছরের 'মহাবর্ষ' উপন্যাস

'বিদ্রোহের পটভূমিকা' রচিত হয়েছিল। 'বিদ্রোহ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৯০ সালে। উপন্যাসের পটভূমি

অষ্টম শতাব্দী। উপন্যাসটির প্রথম ঘটনা জীবন রোজপুত বিদ্রোহকে কেমন করে আবির্ভাবিত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে

রাজপুত্র শাসনাধীন জীবনে মনে পৃথিবীর ভূমি থেকে বিদ্রোহের পক্ষে উঠেছিল তার কথায় উপন্যাসটিতে

ব্যক্ত হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনের কাল থেকেই প্রথম মানুষে কোমল যে ক্রমশই স্বজাতীয় বৃদ্ধি হালিয়ে অন্য

বৃদ্ধি অবলম্বন করতে বাধা হয়েছে। এ ঘটনা একবিংশ শতাব্দীতেও দূরত্ব নয়।

অন্যায়ের অধিবাসী তাদের পন্ডিতিকার বৃত্তি থেকে সরে এসে প্রচুর করেছে কৃষিকাজ, আবার তার থেকে পরিবর্তিত হয়েছে শহরহোলের শ্রমিকে। গ্রামের অসাহায্য নারীদের

ওপর শাসনের অবস্থান অন্যতম অবজ্ঞাতের কাহিনী স্বর্ণকুমারীর অভ্যস্ত ছিল না।

এই বেদে থেকেই রোজপুত্রের দলের পদানত জীবনের সমস্তকে সমস্তনির্দিষ্ট ক্ষেত

তিনি প্রভাবিত হয়েছিল, যার প্রতিক্রিয়ায় উঠেছিল বিদ্রোহের প্রশ্ন ও ক্ষেত। অন্যের

ইতিহাস ও বর্তমান অভিজ্ঞতার মেলবেশনে উপন্যাসাঙ্গতি করাকাহিনি পাঠকের

অনুভূতিতে সত্য হয়ে উঠেছে।

তীব্র অন্ধকৃত্তি দিয়ে সমালোচনার চেষ্টা উপন্যাসটিতে বিচার করেছেন লেখিকা। টড়িয়ে ‘রাজস্থান’ থেকে

কাহিনি সংগঠিত হলেও লেখিকা প্রবন্ধের পিছনে টড়িয়ে বিবরণকে পরিবর্তন এবং বিবর্ধন করেছেন।

নারীচরিত্র সংস্তায় স্ত্রী স্ত্রীর মৌলিক পরিচালায় পরিচালিত হয়। বিবাহিত রোজপুত রাজার তীরক্ষয়ের

প্রতি আসক্তি, সমাজ এবং চিরকালীন উপর তার প্রতিক্রিয়া লেখিকা বিচিত্রাঙ্গনে ভদ্রতা যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

রাধা সংস্থা চরিত্রটির একদিকে স্বামীর প্রতি বিশ্বাস এবং অন্যদিকে প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত সময়ের বাস্তব নারী হয়ে

উঠেছে। সংস্থার চরিত্রের প্রকল্প আবিষ্কারবহু চরিত্রের সাথে এনে দিয়েছে। বক্ষঃচরিতের ‘বিষভূষা’ উপন্যাসের

সূচনার সাথে সংস্থা চরিত্রের সাথে লক্ষ্য হয়।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নিম্নবর্গীয় আদিবাসীদের জীবন সম্বন্ধে নিয়ে উপন্যাস

৮২
বর্ণকুমারী দেবীর লেখা শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস হল ‘ফুলের মালা’ এরপর তিনি নাটক, কৌতুকনাটা, প্রহর্ণ এবং সামাজিক উপন্যাস রচনা করেন। ‘ফুলের মালা’ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর পূর্বে ১১৮৮ সালের প্রথম মাস থেকে ১১৯০ সালের শেষ মাস পর্যন্ত ‘ফুলের মালা’ নামে বর্ণকুমারীর আরও একটি উপন্যাসের বইটিই পরিচ্ছন্ন মুক্তি হয়েছিল যিনি অসামঝু অবস্থাতেই তার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১১৯৯ সালে ভারতী ও বালক পত্রিকায় একই নামে দ্বিতীয় উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে তার পাদটীকায় বর্ণকুমারী লিখেছিলেন—

কয়েক বৎসর পূর্বে ফুলের মালা নামক যে উপন্যাস ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল, অন্যতম হয়, এখানে নামে ভারতী সহিত এক ইহীলের রুপান্তর প্রাপ্ত নাহি হয়।

বর্ণকুমারীর লেখা দ্বিতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে যেমন ‘ফুলের মালা’ উপন্যাসটির ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। একই নামের দুটি উপন্যাসের ঘটনা, পরিকল্পনা এবং ঐত্যান্ত বর্ণনায় একটা সামুদ্রিক লক্ষ্য করা যায়।

প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় উপন্যাস প্রচা দিক থেকে একটি বর্ণকুমারীর ভূমিকা উদাম করার দীপিকা ও বক্তব্য অসম্পূর্ণ ফুলের মালার প্রথম প্রকাশের অভ্যন্তরীণতায় বিল্লিমুখুল নামক সামাজিক উপন্যাসটি ভারতীতে (১৮৮৫-৮৬) প্রকাশিত, হতে থাকে। বর্ণকুমারীর ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত দেখা যায় ও সমালোচনায় এই অসম্পূর্ণ উপন্যাসটির কথা কেন্দ্রে যুক্ত করেননি; শুধু অসম্পূর্ণতাই তার জন্য দায়ী নয়, নামনাম ব্যাখ্যাত তথা উপকরিতে হতে পারে। কিন্তু কেবল তখন নয় বর্ণকুমারীর সাহিত্যসমাজ এবং ঐতিহাসিক প্রতিভার ক্রমবিকাশের পরিপূর্ণিতে উপরিস্তুপ অসম্পূর্ণ রচনাটির গুরুত্ব অসম্পূর্ণ। তাছাড়া সাময়িকপত্রের মধ্যে একাংশ আবির্ভ এই উপন্যাসের ঘটনা পরিকল্পনায় যার মতো বলা যায় বর্ণনাতে সম্পূর্ণ ফুলের মালার স্থানে তার আরোহ ও আহত যায়।

পুনর্নাটক প্রকাশিত ‘ফুলের মালা’ (১৮৯৫) উপন্যাসটির পটভূমি হল বাংলাদেশ তুষ্টী আক্রমণের পরবর্তী সময়। সমাজতান্ত্রিক উপন্যাসদের মত বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক এবং সামাজিক উপন্যাসগুলিতে সম্পিত ভারতীর প্রতি একটি আক্ষরিক লক্ষ্য করা যায়। ’ফুলীর ইমমাইত’ (১৮৮৮) এবং ’ফুলের মালা’ (১৮৯৫) এই দুইটি উপন্যাসের পটভূমিই হল বাংলাদেশ। শিশু এবং কল্যাণের দিক থেকে ’ফুলের মালা’ একটি পরিপূর্ণ উপন্যাস হিসেবে বিবেচনা।

দিনাজপুরের রাজপুত গণেশচন্দ্রের ঘটনাক্রমে বাংলাদেশের সংহাসন অধিকার
’ফুলের মালা’ উপন্যাসের ঐতিহাসিক উপজীবা। বাংলার মূলতান পরিবারের রূপকার।
The History of Bengal was written under the immediate superintendence and sanction of the council of Education, for the use of the Government College and Schools in Bengal. It was a comprehensive work, which aimed to provide an expensive quarto work, out of print and inaccessible.

The source text in Bengali translates as follows:

'ফুলের মালা' উপন্যাসটি রচনাকালে লেখিকা কোন গ্রন্থ বা গ্রন্থাবলীর সাহায্য নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয় যে চার্লস স্টুয়ার্টের The History of Bengal গ্রন্থটি থেকে তিনি ইতিহাসের তথ্য নিয়েছিলেন।

The History of Bengal (1813) সর্বোচ্চ সময়ে শিক্ষিত বাংলা সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিল।

কাউন্সিল বিরুদ্ধে সেক্টরি স্ফেডে জে মাউর্টস, এমফিড কর্ডুক স্যাকার্ড বর্তমান ১৮৪৭ সালের ২৪ জুন একটি নোটিস থেকে জানা যায়, Under the immediate superintendence and sanction of the council of Education, for the use of the Government College and Schools in Bengal পূর্বে এই গ্রন্থটির একটি মূলধন সংস্করণ প্রকাশ করা হয় কারণ এর পূর্বের সংস্করণ ছিল an expensive quarto work, out of print and inaccessible।

সুলভ মূলধন পুনর্মুদ্রিত হওয়ায় এবং স্কুল কলেজের ছাত্রগণের ব্যাপক ব্যবহারে আসায় গ্রন্থটি তৎকালীন শিক্ষিত জনগণের নিকট
The History of Bengal from the first Mohammedan invasion until the virtual conquest of that country by the English, A.D. 1757.

From the first Mohammedan invasion until the virtual conquest of that country by the English, A.D. 1757.

The History of Bengal from the first Mohammedan invasion until the virtual conquest of that country by the English, A.D. 1757.
Raja kanis had so well ingratiated himself with the Mommedans, that after his death, they claimed him as one of the faithful, and disputed with the Hindoos wheather his body should be buried according to their rites, or be burned on the funeral pile.**

Introduction : This story which has some events of Indian history of the 14th century as its background, contains much of Indian philosophy, which give its main value. We trust it will do something towards making our western friends better aquainted with Hindu ideas. It is remarkable how little even Englishmen who have lived for years in this country in many cases understand Hindu thought. The Hindus have struggled for many centuries and under different foreign rules, and they have maintained their originality under the greatest difficulties and hardships, a
little of which this book shows, we further see by it that
the martial spirit which is now almost entirely lost, was
very strong in those days. With exception the customs,
manners, thoughts and tendencies of the people are
greatly the same to-day as they were in the days to which
this tale carries us back. A.C Albers.⑩

\[\text{"তথ্যতাবাদিক উপন্যাস রচনার কাছে ১৮৭৯ সালে স্বর্ণকুমারী লিখিতেছিলো তার প্রথম সামাজিক উপন্যাস}
"টিমুকুল"। স্বর্ণকুমারীর প্রতিভার মধ্যে পুরুষ দেখতে পাই সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে। ভারতী পত্রিকায় "টিমুকুল"
প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১২২৫ সৌর থেকে ১২৮৬ অর্থায়ন পর্যন্ত।

উনবিংশ শতাব্দীর সময় অষ্টম দশকে বাঙ্গালা উপন্যাসে নানারূপ পরিবর্ধক
বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। কিছু চরিত্রের হৃদয়ভেদিত সৃষ্টি বিশেষ, ঘটনার
সূচক সৃষ্টি গতি, নানা ধর্ম প্রতিষ্ঠাতে পীড়িত দোষহিন্দু মানব জীবনের ছবি ও
নাগরিক মারপিট জীবনবিষয়ে বাঙ্গালা উপন্যাসে তখনকার বিশেষ আগ্রহপ্রকাশ
করেনি। বাঙালি সমাজে নারীপুরুষের অধুনা মেলামেলা তখনও সহজ হয়নি, তাই
প্রণীত চিত্রগুলি প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়ে উঠে না পৌঁছে বহুলাংশে গুণমূলক ইংরেজি উপন্যাসে বর্ণিত রোমান্টিক চিত্রের আদর্শ পরিকল্পিত হয়েছে। দোষ, আমূলকে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে প্রণীত চিত্রগুলির তাত্ত্বিক পুরুষ বিশ্বাস বা সাত্ত্বিক তেমন
প্রতিপাদিত হয়নি। একদিকে আদর্শ চিত্র বিষয়ের নীতি প্রণীত হয়, গার্দুঘালা রোমাসর,
ইতিহাসগত উপন্যাসে, আর একদিকে তার প্রতিঘাত অভিজ্ঞতা চিত্র
'স্বর্ণলতার'। এই ছিল বদনের পরাধীনতার আত্মানিকতা জীবনীতাতের।
অতীত সৌরবগুচ্ছে মরণমূলক রোমাস সৃজন। এই রকম বৃহত্তরস্তার স্বর্ণকুমারী
লিখিতেন 'টিমুকুল'।⑪

সামাজিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত উপন্যাসটির সঙ্গে পৃথকভাবে মূলনোত্তর সংক্ষেপের
(১০০০, সৌর) টিমুকুলের কোনো কোনো পরিচয়ের সাদৃশ্য না থাকলেও পরবর্তী কালে উপন্যাসটির অনব
বিশেষ বর্তমান হয়নি। প্রথম লেখিকা উৎসর্গ করেছিলেন অন্য জাতিগতনাথ ঠাকুরকে যার সক্রিয় উৎসাহ তার
সাহিত্যিক জীবনকে প্রশংসা দান করেছিল। উপন্যাসের নামের কনকের দাদা প্রমোদের প্রতি গতির ভালবাস এবং
তার বর্তমান নিষ্ঠার জীবনের বিপর্যয়ের কাহিনি হল 'টিমুকুল' উপন্যাসের মূখ্য বিষয়। সমাজে নারী
পুরুষের বৈষম্যের রূপান্তরে লেখিকা অনুভাব করেছিলেন গার্দুঘালা। তাই উপাঘাত নারীকে কনকের করণ জীবনের
জন্যে সেবাদান জ্ঞানিগতনাথের সহানুভূতি প্রার্থনা করেছেন—

হাতি-উচ্চহস্তের আজিমকে তোমার করে

দলিত কুমুকলি সীপিতন ফাটনো,
Another good book is before us—Chinna Mukul—a novel by the authoress of Dipanirvan and Basanta utsab. The workmanship throughout is exactly what might be expected from so able a literary artist. It is a pleasant transition to nature and fancy to the calm and placid sweetness of Indian home life from the din and bustle of war, the gorgeous magnificence and heroic grandeur of the ancient Rajput princes of Dipnirvan. A deep shade of tragedy pervades the whole of the book, giving its color to more than one of the principal characters, broken in here and there by a faint glimmer of incidental comic scenes which instead of relieving the senses, serves to thicken the gleam around. The dialogue are well sustained. The style is, as is characteristic of this writer, chase, clear, sweet and vigorous. The book is interpersed with many charming little songs, all of which, it is a pity, are not set to tune. Almost all the characters are extremely natural, especially kanak the heroine of the story. She is an admirable portrait of self-sacrifice and disappointed...
love. Instances of such grand woman heroism and
abnegation of self liberate the fancy and gladden the heart.
The characters of promod, her selfish brother, has hardly
been less a cleverly drawn. It is not difficult to find
original of such characters in this cold, calculating
world. Niraja, the other female character, thrives well up
to a certain point, and then dwindles into insignificance
in the greater interest which one feels for kanak.

The Pages that describe the conflict of feelings
in kanak's mind, obedience to her brother and guardian
on the one side and the dictates of an all absorbing love
on the other, constitute an interesting reading, and are
sure to give the book in which they occur a respectable
place in bengali fiction.  

উপন্যাসে কনকের বিপরীতে তার একজন নারীকে দেখা যায় সে হল প্রমোদের বোন নীরাজ। নির্জন অরণ্যের
এই অরণ্যাবালিকা পাঠার মনে বক্ষিমচন্দ্রের কপালকুলোলাকে স্মরণ করায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নীরাজকে অনেকটা
কৃত্রিম বলে মনে হয়। সংসারের জাগতিক বন্ধ চির-উদাসিনী কপালকুলোলাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। আর
নীরাজ অরণ্য প্রকৃতির জীবন থেকে বেরিয়ে এসে শহরের চাকচিকিত্সার পালনে যায়। একজন নারীহই নারীর মনকে
উৎপাদিত করতে পারে। কিন্তু নীরাজের ভাবা এবং চেতনা শেষ পর্যন্ত দেখা যায় পিতৃতন্ত্রের দ্বার আছে। সে
কনকের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল না। কনকের চরম মানসিক সংকটে সে কনকের পাশে এসে দাড়ায়নি। অরণ্যের
উদার উদ্যুক্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠা নীরাজের ব্যভিচরের কোনো বিকাশ হয়নি।

কবি বিহারীলাল চন্দ্রকুমারী দেবীর দেখার একজন অনুরাগী ছিলেন। তার মতে ‘জিজ্ঞসাকুলের মত
উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আর হয়নি।

জিজ্ঞসাকুলীর মহৎ সৃষ্টি ‘বেহলতা বা পালিতা’ এবং ‘কাহাকে?’ উপন্যাস দুটি।

দুইভাবে বিভক্ত ‘বেহলতা’ উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ভারতী
য বালক পত্রিকায়। প্রথমাকে প্রকাশের সময় উপন্যাসটির নাম হল ‘বেহলতা বা
পালিতা’। একবছর ‘বেহলতা’ নামে প্রকাশিত হলেও ১২৯৭ সালের শুরু সময়ে
থেকেই পত্রিকায় উপন্যাসটি ‘পালিতা’ নামে প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল আর
গ্রন্থকারের সময় প্রথম বর্ণ যুক্ত নাম। ১২৯৬ সালে (১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে) কুসুমকুমারী
দেবী রচিত ‘বেহলতা’ নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল, যাম বিষাদ এড়াতেই
সত্যবত জিজ্ঞসাকুলী দেবী নিজের উপন্যাসের এই নাম - পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন।

২৯
পণ্যাপ্রিয় শাশ্মল তাদের ‘শ্রঃকুমারী ও বাংলা সাহিত্য’ গ্রন্থে একটি তথ্য দিয়েছেন—

ভারতী ও বাংলার ১২৯৭ সালের বৈশাখ সংখ্যার ৫৩ পৃষ্ঠায় একটি পাদটিকা আছে, তার মধ্যে আছে— সম্মতি আদি রাজাসমাজ প্রস হইতে ‘সেহলতা’ নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পাঠক-পাঠিকাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে ভারতী ও বাংলাকে ‘সেহলতা’ — শ্রীরাম যে উপন্যাসটি ক্র্মশঃ প্রকাশিত হইতেছে এই পুস্তকখানি সেই একই উপন্যাস। এটি তাহাদের সম্পূর্ণ ভাষ।

এই নবপ্রকাশিত সেহলতা ভারতী সেহলতা এক নাম এবং একজনের লেখা নাম নহে। এই পোস্টমের জন্য ভারতী উপন্যাসটির নাম সেহলতার পরিবর্তে ‘পালিতা’ দেওয়া হইল।’ সম্বন্ধ এই উল্লেখটি লেখিকা শ্রঃকুমারীর, কারণ এই সংখ্যার সম্পাদনা তারী।

‘সেহলতা বা পালিতা’-র ‘পালিতা’ শব্দটি প্রসঙ্গে ড. পণ্যাপ্রিয় শাশ্মল আরও একটি তথ্য কর্তব্যরূপে তথ্য দিয়েছেন—

১২৯৮ সালের ভারতী ও বাংলার পোষ্টম সংখ্যায় সহিষ্ণুসমিতি—শ্রীরাম যে রচনাটি মূদ্রিত হয় তামধ্যে সমিতির উদেশ্যাবলীও ছিল। কৃতীয় উদেশ্যটি এইরূপ—

‘সমিতির পালিতা গণ সুনির্ধিক্ষিত হইলে তাহাদিগের কোন দিয়া কপোল পুস্তকের প্রকাশকৃত নিযুক্ত করিয়া দেশে স্বীকারণা বিবাহ’ ইত্যাদি। সহিষ্ণুসমিতির নিয়মাবলীর পণ্ডক্ষয়ে (ভা ও ভা ১২৯৮, ৫০১ পৃষ্ঠা) বেথিকা অনুরোধ করেছেন ‘স্বীকারণা লক্ষ্মী রাখিবেন যেন বক্তার বিল শোধ করিতে দেবি না হয়; কেননা এই চালার উপরই পালিতাগণের প্রতিপালন কার্য নির্ভর করিতেছে।’ এক্ষতে পালিতা অর্থে অসহায় বিধায় ও ক্রুমারীকে বোঝাচ্ছে, এবংই প্রতিপালনকে শ্রঃকুমারীর বিবিধ প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্যে পরিচয় পাওয়া যায়। সেহলতা উপন্যাসের মধ্যে এই অসহায দূর্বল প্রাযোজিত ‘পালিতা’র কথাই প্রণয়।

উনিবিশ শান্তিনিকেতনে শেষে বাংলার সমাজ ও জীবনবর্ধনের একটি বাংলা জীবনের ছবি রয়েছে উপন্যাসটির মধ্যে।

বাংলার সমাজজীবনে তখন এমন একটা সময় যে পূর্বপুরা প্রথা, পূর্বনা রীতিনীতি আচার নিয়মের ত্বতুনিয়মে যাচাই করে নিচে শিক্ষিত সমাজ। নতুন-চেন্দন অলোকে অন্তরালে নারীদের বাইরের আলোয় নিয়ে আসার জন্য প্রতিষ্ঠা চলছিল, কিন্তু সেটাও নির্ধিত হইছিল পুরুষদের দ্বারাই। পুরুষরা বক্তুকে চাইতেন মেয়েরা ঠিক তত্ত্বকৃ এগোনোর স্বাধীনতা পেতেন। মেয়েদের জীবনের এই অসহায়তাকে বাইরের জগৎের সাথে তুলে ধরেছিলেন শ্রঃকুমারী সেখী। শ্রঃকুমারীর যে বছর জন্ম হয় সেই বছরই বিদ্যাসাগরের ‘বিধায় বিবাহ’ আইনে স্বীকৃত হয়। শ্রঃকুমারী সেখে ছিলেন বালাবিশারদের নিষ্ঠুরতা, বিধায় করল জীবনবর্ধন। নিজে স্বত্ত্বভাবে এইজ অসহায নারীদের জন্য সহিষ্ণুসমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১৩১৪ সালে শ্রঃকুমারী উপন্যাসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—
অধুনা কবিসমাজে যেকোনো চিত্তা, যেকোনো ভাব, যে রূপ কার্যকলাপ শত সোতে প্রভাবিত
- তাহারই পূর্বাপেক্ষা চিত্তা, তাহারই সৌভাগ্য উক্ত সময়ে এই উপন্যাসে অকাঙ্কে ইহুবাহে।
অতএব যুগান্ত ব্যবধানে বর্তমানের সহিত আত্মারে যে সকল, বুদ্ধি চিত্রপাতে
পুরুষতার বাহ অপূর্ব সৌন্দর্য, এক কথা, কল্পনার সমাজের ভাব ও কার্য
পরস্পরের যে ধরারালিহ ক্রমবিতল, মেহেলাতা পাঠ তাহা যদি নবীন পাঠক
প্রত্যক্ষ করেন, তবৈ লেখিকার গুরুতর শিক্ষারক।”

উপন্যাসটিতে ঘটনাস্তূরের পাশাপাশি প্রাণার্থ এবং হিমাস্তার মতলবসূচির সংবাদকের বিবরণ এবং মনোমালীন
রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় রয়েছে।

জাতীয়তাত্ত্বিক আগরনের সেই যুগে তাই কুবান্দীর যাদুশিক্ততার মন্ত্র উদ্যোগের
হচিতও যেন আবাহ হারছে ‘মেহেলতা’-র প্রথম ভাগে। অষ্টাদশ সংখ্যার স্বাভাবিক
যে সমস্ত পরিয়া দুটি সন্তান স্বর্ণকূপীয়, যে সভায় গাওয়া হয় ‘এক সুত্র পারিকল
সম জীবন’ — এর মতো গান, তার সঙ্গে জোটাই রন্ধনের ‘সহিতেন সভা’ বা
‘হামিদপামুহা’ — এর সাদৃশ ধরন পাড়ে সত্ত্বী পালিল ॥

পণ্যপতি শামসান তার ‘স্বর্ণকূপীয় ও ব্যাপারাথিহ’ গ্রন্থে এ সমক্ষে লিখেছেন—

১২৯৫ সালের ভারতী ও বাংলা পত্রিকার জীবন সংখ্যায় অধোধাতু দুতের ‘য়ুসুফীয়
গুরুসমাজ’— শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাও তার চিত্রকরণ করতে পারে
কারণ স্বর্ণকূপীয় ‘গুরুসমাজের কার্যকলাপের সঙ্গে আধোধাতু এর গুরুসমাজের
কার্যকলাপের সমূহ সাদৃশ আছে’ ॥

উপন্যাসের রোমানোবেগে বিষয়াবিধায় বিষয়ে বিদাহ সময়ের সঙ্গে উঠে এসেছে। এইভাবে বিভিন্ন সামাজিক সময়কে
তুলে ধরার মধ্য দিয়ে লেখিকার সচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কক্ষন ও রোমানো জগতের বইটির দিয়ে
সমাজলীলিক সাধারণ নরনারীর জীবন দিয়ে উপন্যাসের রচনায় প্রকাশিত হয়েছে। সত্যেন। সুকুলার সেন তাই
বলেছেন—

বাঙালি সমাজে আধুনিকতার সমাজ লইয়া এই প্রথম উপন্যাস লিখে ইহুল।”

মেহেলতা রচনার পূর্বে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের বিপর্যয় (১৮৭২) কুক্তাকতের উইল (১৮৭৪) প্রচুরা উপন্যাস
প্রকাশিত হয়েছিল। বিধায় বিধায় আইন বীকৃতি হয়েছে কোথা মনে প্রাণ করলে তা বোধ যায়
কুলদুর্লভ ও বাহীন নরণিতের মধ্যায় দিয়ে। শিল্পী বিদাহ এখানে সমাজকে অতিরিক্ত করতে পারেননি। স্বাধীনতার
চোখের বালী উপন্যাসের বিন্দুমালা কালীনাথ হয় এই করায়। স্বর্ণকূপীয় সেহেলতাতে এই আধুনিকতার পথ
বেদে নিতে হয়েছিল সমাজের প্রচারে। বিধায় নারীর প্রেমে কি কোনও অধিকার নেই? মৃত্যুর মধ্য দিয়ে
সেহেলতা সমাজের সাধনে এই প্রশ্ন তুলে দেখা ছিল।

সমাজের নিম্নতাতার কন্দক এবং সেহেলতাতে কেন হাতিয়ে যায়? লিঙ্গবৈচিত্র যে মধ্য দিয়ে সুপৃফত এবং নারীর
ভাগ্যব্যয় নিশ্চিত হয় কেন? স্বর্ণকূপীয় মনের এই ভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছে ‘কাহারে’। উপন্যাসের মৃত্যুনিন্দী
চরিত্রে।

উপন্যাসের শেষাংশে কৌতূহল পাশাপাশি শিক্ষাবোধের প্রভাব শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টিতে জীবনসম্পর্কিত কিছু নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল; কিন্তু সমাজ নিয়মে পুরুষ প্রাধান্য ছিল অবাধ। ফলে উপন্যাসের পটভূমিতে নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কের ট্যাঙ্কপোড়েন দেখানো হলেও সমাজ-অধিকারের প্রশ্ন তারা নিরুপম ছিলেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সংস্কৃতিভাবে নারীর কিছু নিজস্ব বস্তুর ছিল কিনা জানা যায় না। অবশেষে সমাজের পর্যায়ক্রমে যারা কিছু প্রাধিক ছিল বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। নারীদের মূলধারের উদাহরণদাতা শ্রীকৃষ্ণের উদাহরণ মাত্রিত হিসেবে নারীর বস্তু দেখেছিলেন, একই সঙ্গে নারীর আধ্যাত্মিক প্রতি তার ছিল গভীর বিশ্বাস।

'কাহারা?' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে। উপন্যাসটির পটভূমি হল কলকাতার ইস্কোল সমাজ। এই সমাজকে লেখিকা আহা ইংরেজি উপন্যাসের নায়কের লিপিবদ্ধতায় দেখানো হয়।

সেই ইস্কোল সমাজের ভাস করার নায়কী মুগ্ধবিনী সেই জীবনধারার কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেন। মুগ্ধবিনীর স্বপ্ন চিত্তার্থ মধ্যে দিয়ে তার মনের রিয়া এবং সময়ের ছবি ফুটে উঠেছিল। মুগ্ধবিনীর মনের এক নতুন মূলবেদের জাগরণ দেখতে পাওয়া যায়। উপন্যাসটি শ্রীকৃষ্ণীর স্মরণ বিশেষ ছিল যখন সমাজের অবস্থান অনেক পরিবর্তিত হয়েছিল। সহ সমাজের পরিবর্তনে এক মূলধারের মাত্র প্রচেষ্টা দেখেছিল এবং অনান্ত আধ্যাত্মিকতার পাঠদান করা থাকে।

উপন্যাসটি রচিত হয়েছিল বক্তমূর্তি। বক্তমূর্তির দুর্বলতা প্রভাবে আত্মার কল্যাণ করার চেষ্টা করে এগোনো তখন সমাজ ছিল না। 'রাজষি' এবং 'বউঠাকুলার হাট' উপন্যাসের রবীন্দ্রনাথও বক্তমূর্তি প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি।

ঈশ্বরের অক্ষরের মধ্যে তাদের মনের কথা তাদের নিজের কথা। বক্তমূর্তি না তাদের প্রতি কিংবা তাদের মাত্র। উপন্যাসের মধ্যে লিখিত বক্তমূর্তির মূখ্য এক নতুন কথা শোনালেন——

যে আমার কথার পাত্র, সে আমার প্রথমে, আমার স্বভাব ইহার কথা নহে।

উপন্যাসে মুগ্ধবিনীর উপাদান দেখিয়েছিলেন ইন্দিরা (১৮৭৩) এবং রজনী (১৮৭৭) উপন্যাসের মধ্যে। তবে ইন্দিরা এবং রজনীর মত 'কাহারা?'-র মুগ্ধবিনী বা মনি রোমাসের জগতে বিচরণ করলেন। সে বাস্তব পৃথিবীর নারী। দৃষ্টিভাব মন নিয়ে সে বিচার করে নিতে চেয়েছে সমাজ, পরিবর্তন এবং নিজেকে।

উপন্যাসটি আলাদা নারীকে মাত্র আকৃতি। অবশ্যই ইন্দিরার প্রভাবে এই রূপবিশেষ প্রচেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এটি তাদের কথা। লেখিকা গভীরভাবে ভেবেছিলেন কবর বক্তমূর্তি এই রূপবিশেষ নক্ষত্র দিয়ে এলেন তার উপন্যাস। বুঝেছেন অনেক আলিঙ্গন।

মনীর কাহিনী মহিলার আকৃতিতেও আকৃতিতেও মানুষের মধ্যে গেয়ে যেতে পারে। নেমন উপায়ের কথা যে এ গঠন অন্য কোনও কর্মশীল করা যেত না। বললে তার প্রাণ পৃথিবীর হত।

৯২
This is the first time that a book of hers has been brought before the English public, and it should be of deep interest to all those who are concerned with the woman question, for it presents a careful study of the Indian girl at this intensely interesting stage in the history of her development, and particularly of her attitude towards love and marriage; all that is best in the old traditions of her race still holds her fast, but she is reaching out eager hands for the freedom that will someday be hers.**

Mrs. Ghosal as one of the pioneers of woman movement in Bengal and fortunate in her own upbringing, is well qualified to give this picture of a Hindu maiden's development."

An unfinished song - the second edition published in 1914. The Macmillan company. With remarkable pictures of Hindu life, the story is over-shadowed by the personality of the authoress, one of the foremost Bengali writers of to-day.**
The genius shown in the works of George Eliot is in no way inferior to that of any renowned poet or novelist of England, dead or alive.”

‘का्हाके’ लेखार बाइस वर्ष पर बर्बरयूग एसें वर्षकृमरागी लिखित्यें तात्त त्रता उपन्यास विचित्र 1920 तथा 1921 तथा मिलनरात्रि (1925)। वक्तम यूग थे के वर्षकृमरागी बर्बरयूग पदार्पण करलें। वर्षकृमरागी रूपन्यासिकारं मध्ये एखादी तात्त अनन्यता। एसे उपन्यास त्रतातील वर्षकृमरागी वांटकेवा वांटकेवा अविभाज्य सादे संयोजित होते हसंते समकालीन राष्ट्राधिकार उत्सव, आनंदवन एवं राजनैतिक चिन्ताघाटन। ‘मेरेला’ वा पालिता तथा ‘का्हाके’ उपन्यासें वर्षकृमरागी नरकाली जीवनं समयं एवं मनोद्रो के विषय मनोद्रो के विषय करते होते। किंतु ‘विचित्र’, ‘विचित्र’। वा मिलनरात्रूंते तात्त लेखिक विचित्र होते रोमालें जवरते। तब उपन्यासें राज्यवासी समाजकन्तर वांटकेवा वांटकेवा पदार्पण करिते। 1867 चित्तदेश ठाकुरबाबू तिरुनी तंडस्साह ओ उदमाय बांधादेशे जे जातीयवासी उरुंदे होते हि स्मारकस्वामां उपन्यासांची प्रति विशेष विषय। परिणत बांधासे वर्षकृमरागी सांस्कृतिक काज एवं तात्त साहित्याकर्त्यांचे या स्मारकसाहि परिचाव पाऊले येते।

हिम्नुङ्मेलय प्रचारित साहित्यकार प्रधान कथा म्हणून आयुष्मानिकरता अज्ञान। वर्षकृमरागी
মিনা চাট্টোপাধ্যায় রচিত 'সর্পকুমারী দেবী' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে এই গ্রন্থের উপন্তৃক্তের কোনও কোনও অংশ ১৩২৫-র অধ্যায় থেকে ১৩২৬-র কার্তিক মাস পর্যন্ত 'ভারতী' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সর্পকুমারী দেবীর নতুন প্রাসঙ্গিক রয়েছে উপন্তৃক্তে তিনটি আছে। সেখানে ঘটনাক্রম অনুসারে গ্রন্থগুলি পরিবেশিত হয়নি, এর নাম হল— মিলনরাজ্য, বিচিত্র, স্বপনী। বিচিত্রের শেষ বলা হয়েছে 'ইতি প্রথম খণ্ড' স্থবিভাগীর আরম্ভ ও শেষ আছে 'বিচিত্রের পরিসমাপ্তি' এবং মিলনরাজ্যের শেষ পাওয়া যায় পুথি 'সম্পূর্ণ' কণ্ঠাট।

পূর্বেই উল্লেখ করা যায় যে এই দুটি গ্রন্থ একত্রে বিলিঙ্কার উপন্তৃক্ত রচনার সর্বশেষ দুপুরাম।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সর্পকুমারী দেবীর প্রথম বাংলা ভাষায় ঐ উপন্তৃক্ত রচনা করেছিলেন।

সর্পকুমারী দেবী বাংলা ভাষায় প্রথম ট্রিলজি লেখেন বিচিত্র (১৯২০), স্মরণী (১৯২২) 'মিলনরাজ্য' (১৯২৫)। সমূহী সাহিত্য মদ্দির থেকে সর্পকুমারী দেবীর প্রাসঙ্গিক হয় যে ভাষায় 'সর্পকুমারী দেবীর রচনা সংকলন' স্মরণী অর ইম্যানুস স্টাফেড যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশ পাবলিকিং থেকে প্রকাশিত, সেপ্টেম্বর ২০০০) প্রথম শেষের পর্যবেক্ষিতে (পৃ: ৪৮৪) মুদ্রিত হয়েছে— ইন্ডিয়া ১৯৩৬-১৭-এর মধ্যে প্রাসঙ্গিক এই ছায়াটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ তারিখটি স্পষ্টতই ভুল।

১৯২৬ সনের মধ্যে সর্পকুমারীর ট্রিলজি প্রকাশিত হয়নি।

সর্পকুমারীর পূর্বে রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার কথা' (১৮৮৬) এবং 'সমাজ' (১৮৯৪) জোড়া উপন্তৃক্ত দুটি প্রকাশিত হয়েছিল। 'সংসার-কথা'র সূত্র থেকে সেমাজ উপন্তৃক্তের কাহিনি বেড়ে উঠলেও দুটি উপন্তৃক্ত পৃথক
সমস্যা নিয়ে পৃথক গতি তৈরি হয়েছে। সমাজ উপন্যাসে কয়েকটি নতুন মূর্তি চরিত্র মূক হয়েছে। দুটি উপন্যাসের মূল লক্ষ ছিল সমাজ সংস্কার।  'সালার কথা'-র প্রধান বিষয় ছিল বিধবা বিবাহ এবং সমাজের অসুর্ব বিবাহ দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ দুটি উপন্যাসের রচনার রীতি অনেকটা মিলিয়ে দুটিই স্বতন্ত্র রচনা।

স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত ‘বিচিত্র’ (১৯২০) ‘বসন্তেরি’ (১৯২১) এবং ‘মিলনরতি’ (১৯২২) উপন্যাসে একই কাহিনি এবং চরিত্রকে কেবল করে উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। বিচিত্র যে কাহিনি সূর্য্যাত্ম মিলনরতির তার অবসান ঘটেছে।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম ঔপন্যাসিক রূপে বক্তব্যচত্র যে মর্যাদা পেয়েছিল, বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক এবং প্রথম বাংলা ভঙ্গীতে এই উপন্যাস রচিত হিসেবে স্বর্ণকুমারী দেবীর কাহিনি নিয়ে কিছু সেভাবে বিশেষ করা হয়নি। কেবল উপন্যাসটি রচিত হয়েছিল সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি। লেখিকার নিজস্ব রাজনৈতিক ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে এই কথো উপন্যাসে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত বারেবারে প্রকাশ পেয়েছে ভারতী পত্রিকার ১৩১৫ বসান (১৯০৮) থেকে বিভিন্ন দিকের, তার ‘ভারতী’ সম্পাদনার দায়িত্ব প্রগতি করেছিলেন তিনি। লাড় কাজনের নামা দুর্লভ-সচরিত একটি নব্বীকার্য প্রকাশিত, ‘লাড় কাজন ও বর্তমান অগ্রাসন ১৮৮৯-১৯০৮’ শীর্ষক নিবন্ধটিতে সম্পাদকের মনোভাবকে প্রকাশ পেয়েছিল। ভিতরে সেন্য্যপ্রারম্ভ সন্ধ্যাকাল, ইউনিভার্সিটি অন্যান্য উচ্চশিক্ষার মূল্যনির্ণয়, বর্তমান বাংলার প্রবল প্রতিষ্ঠাটি সত্ত্বেও বলাদিবাহ-কাজনের শাসনকালে প্রতিটি অধিনায় এবং দুর্লভ নিয়ে মূক ছিল লেখাটি।

লেখা হয়েছিল বন্যবাসীর নামে মহামাত্রী উচ্চারণের শক্তির কথা— লাড় কাজন তাহার দুর্লভিত্তি তার অবসান জাগরীতি দিলেন।

আশুপুরী দেবী তার কথা উপন্যাসে (প্রথম প্রকাশিত, সুবর্ণলতা, বকুলকথা) সেই সব পূর্বকালীনদের পরিবর্তে সদানন্দের কাহিনি শুনিয়েছেন যারা বসত জলাশয়ের সামাজিক দৃষ্টিকোণ তার সৃষ্টি ছিল করেছিলেন। আর বিচিত্র, স্বর্ণকুমারী এবং মিলনরতিতে এমন একজন নারীকে তুলে ধররেন স্বর্ণকুমারী যার জীবনের আদর্শ হল বাড়া শ্রেম। এর সঙ্গে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উদ্দেশ্য উপন্যাসটিতে বাস্তবে বাস্তব করে তুলেছে।

সাংঘাতিক কাজনের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণকুমারী রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত ছিল। ১৮১৬ সালে বোস্হাই শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী দেবী ও কাদুধিনী মালাপ্রিয়া মহিলা ডেলিগেটরুপে উপস্থিত ছিলেন। ১৮১০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের শষ অধিবেশনেও স্বর্ণকুমারী প্রতিনিধিত্ব করেন। বাদেশের প্রতি অনুরাগ তিনি পেয়েছিলেন নিজ পরিবার থেকে উত্তরাধিকার সূচে। বয়েগি আন্দোলনের সময় জাতীয় সঙ্গীত রচনা করে দেশবাসীকে উদ্ভুত করেছিলেন।

এই আলোক-পীঠ বাজে
জয় জয় জয় প্রথম রাজ্য বাজে,
সবে জাগি, এস লাগি জয়মণ্ডুমির বাজে।**

৫৬
শ্রৃণ্কুমারী চেয়েছিলেন কনিষ্ঠ কন্যা সরলা দেবীকে দেশের কাজে নিয়োজিত করতে। কাশীর এক মাতাজীকে দেখে শ্রৃণ্কুমারী বলতেন—

সরলার বিয়ে দেব না, ওই মাতাজীর মত দেশের কাজে উৎসর্গিত থাকবে।**

শ্রৃণ্কুমারী মনের এই ভাবনারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় রাজকুমারী জ্যোতির্মিয় চরিতে।

শ্রীদেশচর্চার প্রসঙ্গে শ্রৃণ্কুমারীর কনিষ্ঠ কন্যা সরলা দেবীর কথার উল্লেখ, কারণ উপন্যাসের ধরন চরিত জ্যোতির্মিয় শ্রীদেশচর্চায় সরলা দেবীর শ্রীদেশচর্চার ছয়ায়াপাত লক্ষন করা নিতান্ত অমূলক হবে না। কন্যার শ্রীদেশচর্চাকে মেহমীন জননী কীর্তি উপন্যাসের চরিত্রে তুলে ধরতে চেয়েছেন। বিশ শতকের শ্রীদেশচর্চায় 'বীরাক্ষম' উদ্যোগ করে ভূমিজের শাস্ত্রি ও উৎসাহ মোদনে, দেশযোদ্ধাদের সঙ্গীত রচনা ও প্রচার মধ্যে জাতীয় এবং স্থূল প্রকৃতি বিভিন্ন ধারায় অসাধারণ ভীষণ ব্যক্তিত্বগুলিন সরলাদেবীর শ্রীদেশচর্চা উৎসাহিত হয়েছে।**

বিভিন্ন জ্যোতির্মিয়র কথা তারই প্রতিষ্ঠান শোনা গেল—

শহর নগরে, প্রাপ্ত পলায়ে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে বলি রীতিমত ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়, তা হল শারীরিক কেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের যে মনের তোমাও বাড়বে, তাতে সম্মান মাত্র নেই। তখন তাদের পীড়ন করতে করতে সাহসই হবে না।**

যুক্তি আদেশানের নেতিবাচক দিকটি সম্পর্কে শ্রৃণ্কুমারী যে কারণওলো তুলে ধরেছিলেন তা তাঁর সুগভীর চিন্তাশক্তির পরিচয়।

শ্রীদেশানের নেতিবাচক দিকটিতে যেমন আলোকপাত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাই' থেকে— সমীপের রাজনীতিতে যে উজ্জ্বল প্রবাদ ফাঁচিয়ে, কিংবা তাঁর আঁক ১৩১৫ বঙ্গাদেশ শ্রৃণ্কুমারী-সম্পাদিত 'ভারতী' পরিকায় 'পথ ও পাথেয়' এবং 'সদুভাব' নামের রবীন্দ্রনাথের দুটি রাজনৈতিক প্রবন্ধে যেমন ধরা পড়েছিল তাঁর মতামত; রবীন্দ্রনাথ নামে দুর্গার মিনাব দিয়েছিলেন শ্রীদেষনাসীর আশ্বস্তিত প্রয়োজনীয়তার ওপর, দেশের মানুষকে সচেতন করে দিতে চেয়েছিলেন যুক্তি আদেশানের নেতিবাচক দিকটি সম্পর্কে। শ্রৃণ্কুমারী দেবীও মনে নিতে পারেননি যে, অসংখ্য দোকানদাতাদের বিদেশি পণ্য নষ্ট করার মধ্যে আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য নিহিত থাকতে পারে। ১৩১৫ বঙ্গাদেশের ভাব সংখ্যা 'ভারতী'-তে 'আমাদের কর্তব্য প্রবন্ধে শ্রৃণ্কুমারীও মনে করিয়ে দিয়েছিলেন—এ আদেশানের সফলতার জন্য প্রয়োজন ধরনের উপাদানের চেয়ে কঠিন কাজ গড়ে তোলার সাধনা, সেই কাজই অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য।**
পশ্চিম-তে জ্যাতিমীর মুখে শোনা যায়—

বিলিতি জিনি একোবের বর্জন করার সময় এখনও আসেনি। কিছুদিন ধরে এখনো আমাদের প্রকৃত হতে বলে। তবে দেখুন তুইআলা দু মুহুর্ত অনেক থেকে সব লোকের মুখে না, তাদের দামী কাপড় কিনে পাওয়া তাদের সাধা? তোমাদের শিক্ষকে উদ্ধার করবার সম্ভব কলকার্যানামায় বিকৃত আয়োজন চাই, নইলে বিলিতি সঙ্গ জিনিসের সঙ্গে প্রতিদিন্ত্যায় আমরাই হেরে যাব।”

রাওবরোথের “ঘরে বাইরে” উপন্যাসের রাজনৈতিক ভূমির সঙ্গে সর্বক্ষুমারী ত্রীয় উপন্যাসের চিত্রধারার মিল রয়েছে। ‘ঘরে বাইরে’র নায়ক নিরিখেশের মনে স্বদেশী আদেলাদের বলপ্রণালী, হত্যা, ভারতী এগারের প্রয়ানজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছিল। সর্বক্ষুমারী-তে জ্যাতিমীরও রক্তপাতকের সম্পর্কে কথনি।

বাছামলের সাহিত্যকার ত আমাদের উদ্ধেশ্য নয়, বসন্ত; আমাদের পথ তত অস্থায়ীরের পথ নয়। আমাদের জীবনের সার্থকতা, কার্যের সফলতা আমরাতে; রক্তপাতকে কখনো যেন আমরা গৌরবের কার্য বলে বিবেচনা না করি।”

উপন্যাসটির চরিত্রগুলির মধ্যে ব্যক্তিজন্মের আবেগ সমস্যা থেকেও আধ্যাত্মিক দেশ প্রভাব ফেলেছে। রক্তপাতকের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক চরিত্রের আদালতে হয় উপন্যাসটির বিভিন্ন ছবিতে প্রাপ্ত ছিল। রাজা আবুল করাম ও রাজকুমারী জ্যাতিমীর, হাসি এবং বিনোদনের সম্পর্কের মধ্যে সর্বক্ষুমারীর জীবনের ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

শৈশবে প্রতিদিন ভোর না হতেই ঘুম থেকে উঠে বাগানে ছুটতেন তিনি, আর কেউ এসে ভাব বসাবার আগেই আঁচল ভরে তুলতেন বাগানের যত ভালো তালো ফুল।

তারপর প্রাতঘোষ উপাসনা শেষ হবার সার্থ সঙ্গেই সেই ফুল নিয়ে উপস্থিত হতেন তেতলায় শিক্ষুদের ঘরে। দেশেদেশায় সহায়ী ফুলের খালাট তুলে নিয়ে ফুলগুলি আমাদের কালে আনন্দে বুক ভরে ওঠে ভালী সর্বক্ষুমারীর, মনে হত “জানিনা দেবতাকে পূজা করিয়া কোনও সাংবাদিক মনে এই রুপ আনন্দ হয় কি না।”

এরপর পুপিপাহরুটিটি টেবিলে বেঁধে গিয়া কাছে টেনে নিতেন শিশুকন্যাকে দুই একটি ফুল তার হাতে দিয়া কবিতার হাতে দিয়া কবিতার ভাষায় কলজন— ′পয়সা কুমালম কমলানো পাই; পয়সা কমলানো বিভূতি সর।′ — এই গোল্পটিতে আবিষ্কার উদ্ভব তার সর্বক্ষুমারী দেবীর ‘বিচ্ছিন্ন’ উপন্যাসের ‘হাসি’ অধ্যায়ে; দেখি, শৈশবে প্রতিদিন ভোরবেলা তাঁর মতো ভালোবাসায় বাবার হাতে ফুল তুলে দিত তাঁর ‘কাহাকে’ উপন্যাসের নায়িকা মনি; শেষ জীবনের ত্রী উপন্যাস ‘বিচিত্রে-সর্বক্ষুমারী মিলনরত্ন’-তে পিতা পূর্ণীর সম্পর্ক বর্ণনাও জড়িয়ে আছে তাঁর পিক্ষুদ্ধিতের রেশে।”

দেশের অঞ্চল এখন হয়ে উঠায় জ্যাতিমীর-সর্বক্ষুমারীর প্রশ্নানুসারি কোনও তরঙ্গ সৃষ্টি করেনি।

ঋতুর সূর্য নরনারীর প্রাণের আরাম আকুলতা চরিত্রগুলিতে সংস্কারিত হয়নি। হাসি এবং রাজা আসলের প্রণয় আকর্ষণ করতে যাবার হয় উঠতে পারেন।
She is one of those unfortunate beings who has more ambition than abilities, But just enough talent to keep her mediocrity alive for a short period. Her weakness has been taken advantage of by some unscrupulous literary agents in London and she has had stories translated and published. I have given her no encouragement but I have not been successful in making her see things in their proper light."
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার পরও সর্বকুমারীর 'ফুলের মালা' এবং 'কাহাকে?'-র ইতরতি অনুবাদ বিদেশে উদর্শিত প্রকাশে পেয়েছিল। অর একাদেই—

সূচিভাহী অক্ষরাকরের মধ্যেও যে পচ্চিতে আলে জলে ওঠে, সেভেই নিক্ষিপ্ত

নিয়ন্ত্রিত ইতিহাসের পূর্বে সর্বনাশীয় তথ্যকেপ করে ক্রমশ অপন অস্তিত্ব জাগিয়ে

তুলেছে নারীর ভূমন, নারীর যশ।" 

তথ্যসূত্র :

১. রাম, সতীর্থনাথ, 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৩, পৃষ্ঠা ২৮।

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গদ্দাদ', বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৭, পৃষ্ঠা ৫৬৮।

৩. চন্দ, পুলক, সম্পাদক, 'নারীবিব্য', গাঙ্গাল, কলকাতা ৭০০১১১, পৃষ্ঠা ৩৮৯।

৪. শাশধর, পশ্চিমন, 'সর্বকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শাস্ত্রিনিবেদন, পৃষ্ঠা ৪২।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, 'বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারাঃ', মাদার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ২৮৩।

৬. সরকার, পুলকমুখী, 'ওড়ণী', ৭ রামবারু লোন (নতুন বাজার) বহরমপুর মুরিদাবাদ, পৃষ্ঠা ২৪।

৭. গুম্বা, ফেরত, 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস', বিভিত্তিক ভূমি, প্রাক্তনলিখ, কলকাতা ৭০০০৫৯, পৃষ্ঠা ১৩০।

৮. চট্টোপাধ্যায়, মিমা, 'সর্বকুমারী দেবী', অনুভাব, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ১৪৯।

৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনমূর্তি', বিশ্বভারতী প্রস্তুতিবিভাগ, কলকাতা ১৭, পৃষ্ঠা ৮৬।

১০. তথ্য, পৃষ্ঠা ৮৭।

১১. শাশধর, পশ্চিমন, 'সর্বকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শাস্ত্রিনিবেদন, পৃষ্ঠা ১৪৯।

১২. তথ্য, পৃষ্ঠা ১৪।

১৩. ঘোষ, সুমিত্রা, 'সর্বকুমারী দেবী', সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রনব, ৩৫ ফিওরাজাজ রোড, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃষ্ঠা ৯।

১৪. তথ্য, পৃষ্ঠা ১০।

১৫. শাশধর, পশ্চিমন, 'সর্বকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শাস্ত্রিনিবেদন, পৃষ্ঠা ১৬৮।

১৬. তথ্য, পৃষ্ঠা ১৩০।

১৭. মুখোপাধ্যায়, অর্মিকুমার (সম্পাদক), 'সর্বকুমারী দেবীর উপন্যাস সমালোচনা', ১, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা ১৫।

১৮. তথ্য, পৃষ্ঠা ৯৬।

১৯. তথ্য, পৃষ্ঠা ১৮।

২০. শাশধর, পশ্চিমন, 'সর্বকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শাস্ত্রিনিবেদন, পৃষ্ঠা ১৮৪।

১০০
২১. যোগ, সুদুম্ভি, 'শ্রুণ্ডুমারী দেবী', সাহিত্য অকাদেমি, নতুন নিঃসরণ ১১০০০২, পৃষ্ঠা ৩৮।
২২. ওস্ত, ফ্রেড, 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, প্রশ্নলিখিত, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ১০২।
২৩. শাশ্মল, পঞ্চপত্র, 'শ্রুণ্ডুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শাস্ত্রীনিপীতক, পৃষ্ঠা ১৮২।
২৪. তদেব, পৃষ্ঠা ১৮১।
২৫. যোগ সুদুম্ভি, 'শ্রুণ্ডুমারী দেবী', সাহিত্য অকাদেমি, নতুন নিঃসরণ ১১০০০১, পৃষ্ঠা ৩৯।
২৬. শাশ্মল, পঞ্চপত্র, 'শ্রুণ্ডুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শাস্ত্রীনিপীতক, পৃষ্ঠা ২০৮।
২৭. তদেব, পৃষ্ঠা ২০৮।
২৮. তদেব, পৃষ্ঠা ২১০।
২৯. মূখোপাধ্যায়, বাসন্ত, (সম্পা.), 'শ্রুণ্ডুমারী দেবীর উপন্যাস সংগ্রহ', দ্বিতীয় খণ্ড, পুনরায় নিঃসরণ, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা ১৫।
৩০. শাশ্মল, পঞ্চপত্র, 'শ্রুণ্ডুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শাস্ত্রীনিপীতক, পৃষ্ঠা ২১২।
৩১. তদেব, ২১৩।
৩২. যোগ, সুদুম্ভি, 'শ্রুণ্ডুমারী দেবী', সাহিত্য অকাদেমি, নতুন নিঃসরণ ১১০০০২, পৃষ্ঠা ৪০।
৩৩. মূখোপাধ্যায়, ওহোমুকুমার (সম্পা.), 'শ্রুণ্ডুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২', পৃষ্ঠা ৭৩৮।
৩৪. শাশ্মল, পঞ্চপত্র, 'শ্রুণ্ডুমারী ও বাংলাসাহিত্য', বিশ্বভারতী, শাস্ত্রীনিপীতক, পৃষ্ঠা ২১৭।
৩৫. তদেব, পৃষ্ঠা ২১৯।
৩৬. দত্ত, বিজিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস', মিত্র ও যোগ পাবলিশার্স গ্র: লিঃ, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ১৬৬।
৩৭. শাশ্মল, পঞ্চপত্র, 'শ্রুণ্ডুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শাস্ত্রীনিপীতক, পৃষ্ঠা ২২৬।
৩৮. চট্টোপাধ্যায় মিত্র, 'শ্রুণ্ডুমারী দেবী', অনুবাদ, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ১৮৮।
৩৯. শাশ্মল, পঞ্চপত্র, 'শ্রুণ্ডুমারী ও বাংলাসাহিত্য', বিশ্বভারতী, শাস্ত্রীনিপীতক, পৃষ্ঠা ২২৩।
৪০. তদেব, পৃষ্ঠা ২৩৫।
৪১. চট্টোপাধ্যায় মিত্র, 'শ্রুণ্ডুমারী দেবী', অনুবাদ, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ১৩৯।
৪২. মূখোপাধ্যায়, ওহোমুকুমার (সম্পা.), 'শ্রুণ্ডুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৮৮।
৪৩. শাশ্মল, পঞ্চপত্র, 'শ্রুণ্ডুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শাস্ত্রীনিপীতক, পৃষ্ঠা ২৪০।
৪৪. যোগ, সুদুম্ভি, 'শ্রুণ্ডুমারী দেবী', সাহিত্য অকাদেমি, নতুন নিঃসরণ ১১০০০২, পৃষ্ঠা ৪০।
৪৫. শাশ্মল, পঞ্চপত্র, 'শ্রুণ্ডুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শাস্ত্রীনিপীতক, পৃষ্ঠা ২৪৫।
৪৬. তদেব, পৃষ্ঠা ২৪৬।
৪৭. মূখোপাধ্যায়, ওহোমুকুমার (সম্পা.), 'শ্রুণ্ডুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৭৩৬।
৪৮. যোগ, সূদকিং, 'শ্রমকৃমারী দেবী', সাহিত্য অকাদেমি, নতুন বিল্মি ১১০০০২, পৃষ্ঠা ৪১।
৪৯. শাংসাল, প্রশংস, 'শ্রমকৃমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা ২৪৭।
৫০. তত্ত্ব, পৃষ্ঠা ২৪১।
৫১. মুখোপাধ্যায়, বাসন্ত, 'শ্রমকৃমারী দেবীর উপন্যাস মঞ্চ', প্রথম খণ্ড, পুস্তক বিশ্বভারতী, কলকাতা ৯, নিবন্ধন, পৃষ্ঠা ২১।
৫২. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পাদক), 'শ্রমকৃমারী দেবীর উপন্যাস সমাপ্ত ২', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৮৩২।
৫৩. গুলু, কর্ষ, 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস', চিত্রকৃত খণ্ড, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য মন্ত্র, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ১১২।
৫৪. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পাদক), 'শ্রমকৃমারী দেবীর উপন্যাস সমাপ্ত ২', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৭৮০।
৫৫. দেবী, শ্রমকৃমারী, 'কাহারে?' (ব্যবহৃত), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ১২।
৫৬. শাংসাল, প্রশংস, 'শ্রমকৃমারী বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শাস্ত্রবিদ্যা, যশোর, পৃষ্ঠা ২৫২।
৫৭. দেবী, শ্রমকৃমারী, 'কাহারে?' (ব্যবহৃত), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ১৪।
৫৮. যোগ, সূদকিং, 'শ্রমকৃমারী দেবী', অনুভব, নতুন বিল্মি ১১০০০১, পৃষ্ঠা ৫১।
৫৯. ঠাকুর, বিভবনাথ, সংসমিতা, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৭, পৃষ্ঠা ৬৭১।
৬০. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পাদক), 'শ্রমকৃমারী দেবীর উপন্যাস সমাপ্ত ২', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৮৪৭।
৬১. চট্টোপাধ্যায়, মীনা, 'শ্রমকৃমারী দেবী', অনুভব, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ২০২।
৬২. শাংসাল, প্রশংস, 'শ্রমকৃমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শাস্ত্রবিদ্যা, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ২৫৯।
৬৩. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, (সম্পাদক), 'শ্রমকৃমারী দেবীর উপন্যাস সমাপ্ত-১', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ১০।
৬৪. যোগ, সূদকিং, 'মুগলের কলম', প্যাপিরাস, কলকাতা ৭০০০০৪, পৃষ্ঠা ২১।
৬৫. চট্টোপাধ্যায়, মীনা, 'শ্রমকৃমারী দেবী', অনুভব, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ৫৫।
৬৬. দেবী, নরলা, 'জীবনের ঝরণাপাত', সুর্যপুর্ণ, ৭৩ মহাস্থান গাজী রোড, কলকাতা ৭০০০০২, পৃষ্ঠা ৮৬।
৬৭. চট্টোপাধ্যায়, মীনা, 'শ্রমকৃমারী দেবী', অনুভব, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ২০২।
৬৮. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, (সম্পাদক), 'শ্রমকৃমারী দেবীর উপন্যাস সমাপ্ত ২', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৮৯৮।
৬৯. যোগ, সূদকিং, 'মুগলের কলম', প্যাপিরাস, কলকাতা ৭০০০০৪, পৃষ্ঠা ২১।
৭০. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, (সম্পাদক), 'শ্রমকৃমারী দেবীর উপন্যাস সমাপ্ত ২', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৯৪৯।
৭১. তদেব, পৃষ্ঠা ৯৫৮।

৭২. ঘোষ, সুদিক্ষণ, 'বর্ণকুমারী দেবী', সাহিত্য অকাডেমি, নতুন দিঘি ১০০০০১, পৃষ্ঠা ২।

৭৩. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, (সম্পাদন) 'বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৮২৩।

৭৪. চট্টোপাধ্যায়, শীলা, 'বর্ণকুমারী দেবী', অনুভব, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ৩০।

৭৫. ঘোষ, সুদিক্ষণ, 'বর্ণকুমারী দেবী', সাহিত্য অকাডেমি, নতুন দিঘি ১০০০০১, পৃষ্ঠা ৫০।

৭৬. ভট্টাচার্য, তপস্বীর, 'নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে', পৃষ্ঠক বিপন্ন, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা ৫৪।